পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত

মোহাম্মাদ আসাদ رحمه الله

ভাষান্তর

জাকারিয়া মাসুদ

আবিল
পাবলিকেশন

সাবিল
পাবলিকেশন

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০২২

বইমেলা পরিবেশক

সন্দীপন প্রকাশন লিমিটেড

মাদরাসা মার্কেট (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার

অনলাইন পরিবেশক

ওয়াফিলাইফ, রকমারি, ইসলামি বই, আলাদা বই

প্রকাশক

সাবিল পাবলিকেশন

শিকদার ম্যানশন (ইসলামি টাওয়ার সংলগ্ন), ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুঠোফোন : ০১৮৮৮ ৭১ ৭১ ২৯

sabilpublication@gmail.com

facebook.com/sabilpublicationbd

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন

৭/বি পি কে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

ফোন : ০১৭৫৯ ৮৭৭ ৯৯৯

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১৮৫ ৳

(দাওয়ার উদ্দেশ্যে রেফারেন্স-বুক হিসেবে বইটির যে-কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে)

মূল বই : Islam At The Crossroads

লেখক : মোহাম্মাদ আসাদ ﵀

অনুবাদক : জাকারিয়া মাসুদ

নিরীক্ষক : শফিউদ্দীন চৌধুরী

প্রচ্ছদ : শাহরিয়ার হোসাইন

পৃষ্ঠাসজ্জা : জাকারিয়া মাসুদ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা | ৮

লেখকের ভূমিকা | ৯

বইটি কেন লিখলাম? | ১২

ইসলামের বাতায়ন | ১৭

পাশ্চাত্য সভ্যতার বুনিয়াদ | ৩৪

ক্রুসেডের বিভীষিকা | ৫৫

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা | ৭২

অনুকরণের বেড়াজাল | ৮৫

হাদীস এবং সুন্নাহ | ৯২

শেষের কথা | ১০৮

অনুবাদকের কথা

একদিকে জীবনের প্রথম অনুবাদ, অপরদিকে খটমটে তাত্ত্বিক বই। আমার যেন দাঁত ভাঙার উপক্রম। তবুও ভাঙাভাঙি ছাড়াই যে কাজটা শেষ করতে পেরেছি, সেজন্যে মহান আল্লাহর শুকরিয়া। আলহামদু-লিল্লাহ।

পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে কিছু পাদটীকা যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইন-শা-আল্লাহ, এর মাধ্যমে লেখকের কথাগুলো আরও ভালোভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। লেখক যেসব পাদটীকা যোগ করেছিলেন, সেগুলো উল্লেখ করার সময় 'লেখক কর্তৃক সংযোজিত'—এই কথাটুকু বলে দেওয়া হয়েছে।

ভালোবাসা রইল শফিউদ্দীনের প্রতি। ছেলেটি আমাকে অনেক সহায়তা করেছে। বয়সে ছোট হলেও, জ্ঞানের দিক থেকে সে আমার চেয়ে অনেক বড়। তার সহায়তা না পেলে বইটি হয়তো আলোর মুখ দেখত না।

অনেক রাত জেগে, অনেক মেহনত করে অনুবাদটি শেষ করতে হয়েছে। তর্জমা নির্ভুল রাখার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু মানুষ মাত্রই ভুল। তাই সতর্ক থাকার পরেও অনুবাদে ভুল থেকেই যেতে পারে। আপনাদের নজরে যদি কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়ে, তবে অবশ্যই জানাবেন। ভুল শুধরে নিতে কোনো কার্পণ্য করব না ইন-শা-আল্লাহ।

আপনাদের ভাই,
জাকারিয়া মাসুদ
৩ রজব, ১৪৪৩ হিজরি
jakariamasud2016@gmail.com

লেখকের ভূমিকা

বইটি লেখা হয়েছিল প্রায় অর্ধশত বছর আগে। ১৯৩৩ সালের শরৎকালে। এটা প্রকাশিত হয়েছিল দিল্লি থেকে, ১৯৩৪ সালে। পরবর্তী সময়ে এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি রচিত হয়েছিল সমসাময়িক মুসলিম-প্রজন্মকে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত থাকার আর্জি নিয়ে। এবং পূর্বসূরিদের থেকে পাওয়া ইসলামি ঐতিহ্য (অর্থাৎ মুসলিম সভ্যতাকে) সংরক্ষণ করার দাবি নিয়ে, যা একসময় তাদেরকে করেছিল মহিমান্বিত। 'মুসলিম সভ্যতা' শব্দটির সাথে জড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক নানান ঘটনাপ্রবাহ।

আমার প্রথম ইসলামি সাহিত্যকর্ম অবিভক্ত ভারতের ইংরেজি-ভাষী মুসলিমদের মধ্যে তাৎক্ষণিক ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এটি পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল বহুবার। কয়েক বছর পর এটি অনূদিত হয় আরবিতে। তখন এর প্রভাব পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ওপর। এমনকি ইংরেজি ভাষায় লেখা মূল পাণ্ডুলিপিকেও এটি ছাপিয়ে যায়।

এর ইতিবাচক ফলাফল ত্বরিত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম লেখকদের কিতাবাদিতে। *Islam at the Crossroads* বইটার সার্মর্মকে তারা নানা দিক থেকে এবং নানান আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেন। এ-সবই ছিল তাদের আপন মনের খেয়াল। কখনো কখনো ওগুলো আমার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে যেত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের মতামত আমার উপসংহার এবং মূল বক্তব্যের ধারেকাছেও ঘেঁষত না। এখন মনে হচ্ছে, তারা আমার চিত্রকল্পের ঠিক উল্টোটা বুঝেছিলেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মুসলিমরা–যে ক্ষমতাধর পশ্চিমা সভ্যতার চেয়ে আলাদা, এই সচেতনতা পুনরায় জাগ্রত করার সাধ বইটি লেখার সময় আমার অন্তরে জেগেছিল। যাতে করে ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ করার বাসনা, মুসলিমদের অন্তরে গেঁথে যায় এবং তারা একে আঁকড়ে ধরতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। নিজেদের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠান, (ইসলাম ও পশ্চিমের) এই আবশ্যিক বিভাজন জিইয়ে রাখতে সাহায্য করবে। এবং শত শত বছর ধরে চলে আসা মুসলিম জাতিসত্তার চরম স্থবিরতা এবং বৃদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্বকে ডিঙিয়ে পুনরায় সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদেরকে করে তুলবে কর্মমুখর।

বইটির সারকথা ছিল—'পুনর্জাগরণ' এবং 'সংরক্ষণ'। বলাই বাহুল্য, 'সংরক্ষণ' করতে হবে পূর্ববর্তীদের ওই সব রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ, যেগুলো সংস্কৃতির যোগানদাতা হিসেবে ইসলামের বাস্তবতা প্রমাণের জন্যে বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। আর 'পুনর্জাগরণ'–টা হবে ইসলামি আদর্শ–মণ্ডিত চিন্তাধারার, যেভাবে কুরআন ও নবিজির সুন্নাহ'য় বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু কী কাণ্ডটাই না হলো! যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বইটি লিখেছিলাম, পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু মুসলিম পাঠক ও নেতৃবৃন্দ তার উল্টোটা বুঝে নিলেন। সাংস্কৃতিক কর্মকুশলতার দিকে আমার আহ্বানের নিগূঢ় অর্থ বুঝতে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এটা ভেবে বসেছেন যে, বিগত শতাব্দী ছিল মুসলিমদের অবক্ষয়–কাল। তো সেই সময়কার সমাজ–কাঠামোতে ফিরে গেলে কীই–বা হবে!

ইতিমধ্যেই আমি বলেছি, এগুলো হলো আমার চিন্তা–চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিম–বিশ্বে পুনর্জাগরণ হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এটা কুরআন–সুন্নাহর সত্যিকার মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ নয়। এটা হলো একধরনের বিভ্রান্তি। কুরআন–সুন্নাহর মতো ইসলামের হক্কানি উৎসগুলোতে যে আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায়, নির্ভয়ে তার দিকে ফিরে না এসে, মধ্যযুগে মুসলিম–বিশ্বে বিদ্যমান সামাজিক রীতিনীতি এবং চিন্তাধারাকে অন্ধভাবে হুটহাট মেনে নেওয়ার ফলেই এর উৎপত্তি ঘটেছে।

বইটি বর্তমান মুসলিম–বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া মর্মান্তিক ভ্রান্তিকে খানিকটা তুলে

করার প্রয়াস মাত্র। আমি বইটির পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ আপনাদের সামনে পেশ করছি এই আশায়, হয়তো এটি বর্তমান জমানার মুসলিম তরুণদের উপকারে আসবে। যেভাবে ১৯৩৪ সালের সংস্করণ ওই সময়কার তরুণদের উজ্জীবিত করেছিল—যাদের অনেকেই আজ এই প্রজন্মের বাবা কিংবা দাদা। যদি তাদের পূর্বপুরুষরা আমার বক্তব্যকে ভুল বুঝেও থাকে, হয়তো-বা অর্ধশত বছর আগে উদ্ভাসিত সেই আলোয় ইদানীংকালের তরুণ মুসলিমগণ আরও ভালো করে এর ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম হবে। সামনে তাদেরকে যে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে, বইটি হোক তার পাথেয়।

মুহাম্মাদ আসাদ

মরক্কো, ১৯৮২

বইটি কেন লিখলাম?

বর্তমান সময়ের মতো মানুষ আর কখনোই এতটা বুদ্ধিবৃত্তিক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়নি। আমরা কেবল এমন সমস্যার মুখোমুখিই হচ্ছি না, যার জন্যে নিত্যনতুন ও অভিনব সমাধান প্রয়োজন। পাশাপাশি এসব সমস্যা আমাদের সামনে এমন সব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাজির হচ্ছে, যেগুলোর সাথে আজও আমাদের পরিচয় ঘটেনি। সকল দেশের সমাজব্যবস্থায় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। যে গতিতে এই পরিবর্তন হয়, অবস্থাভেদে তার তফাত ঘটে। তবে আমরা সকল জায়গায় একই ধরনের ভাবলেশহীন গতিশীলতা দেখতে পাই।

এই দিক থেকে ইসলামি জগতও ব্যতিক্রম নয়। পুরোনো রীতিনীতি ও ধ্যানধারণাগুলো ক্রমাগত বিলীন করে দিয়ে নতুনত্বের উত্থান এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই ক্রমবিকাশ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কতখানি গভীরে গিয়ে ঠেকেছে এটি? ইসলামের সাংস্কৃতিক মিশনের সাথে এটি কতটা খাপ খায়?

সামগ্রিকভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া এই কিতাবের উদ্দেশ্য নয়। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে কেবল নয়া জমানার মুসলিমদের একটি সমস্যা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তারা কী ধরনের মনোভাব পোষণ করবে। বিষয়টি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, তাই ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক দিকসমূহ খতিয়ে দেখা হয়েছে। বিশেষ করে সুন্নাহর বিষয়টি। এটি এমন এক বিষয়, যার সম্পর্কে বলতে গেলে খণ্ডের-পর-খণ্ড শেষ

হয়ে যাবে। তাই যৎসামান্য ধারণা দেওয়া ছাড়া এখানে আর কিছু বলা সম্ভব হয়ে উঠবে না। এরপরও আমি কিছুটা আত্মবিশ্বাসী যে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি নিয়ে হয়তো অন্যদের উদ্যোগী হতে সাহায্য করবে।

এখন আমি নিজের পরিচয় দিচ্ছি। কারণ, (ইসলামে) প্রত্যাবর্তনকারী একজন ব্যক্তি যখন মুসলিমদের সাথে কথা বলবে, তখন 'কিভাবে' আর 'কেন' সে ইসলাম গ্রহণ করেছে—এটা জানার অধিকার তাদের আছে।

১৯২২ সালে আমি আমার জন্মস্থান অস্ট্রিয়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য ছিল, কিছু বিখ্যাত মহাদেশীয় পত্রিকার বিশেষ সাংবাদিক হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকা সফর করা। তারপর থেকে আজ অবধি, আমি আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি ইসলামি প্রাচ্যে। আমি যেসব জাতির সংস্পর্শে এসেছিলাম, প্রথম দিকে স্রেফ একজন ভিনদেশী হিসেবে তাদের ব্যাপারে (জানার) আগ্রহবোধ করতাম। আমি তখন এমন এক সমাজব্যবস্থা ও জীবনবোধ দেখতে পেলাম, যা একেবারেই ইউরোপীয়দের বিপরীত। ঠিক এ কারণেই প্রথম থেকে আমার মধ্যে ইউরোপের হঠকারী ও যান্ত্রিক জীবনের তুলনায় শান্ত কিংবা বলা উচিত মানবিক জীবনবোধের প্রতি অনুরাগ জেগে ওঠে। এই অনুরাগ আমাকে এমনতরো পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়। আর আমি মুসলিমদের দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ি।

সে-সময় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার দৃঢ় আগ্রহ আমার মধ্যে ততটা ছিল না। কিন্তু এটি আমার সামনে এমন এক অগ্রগামী মানব-সমাজের চিত্র তুলে ধরে, যার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি। আর অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ (যার মধ্যে) খুবই সামান্য। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছে—বর্তমান মুসলিমদের জীবন, ইসলামের বাতলে দেওয়া ধর্মীয় আদর্শ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। ইসলামের অগ্রযাত্রা ও বিপ্লবী চেতনা পাল্টে দিয়ে, মুসলিমরা অলস ও কর্মবিমুখ জীবন (বেছে নিয়েছে)। ইসলামের উদারতা ও কুরবানির মানসিকতা বিকৃত করে, মুসলিমরা আয়েশী জীবন এবং সংকীর্ণ মানসিকতার দিকে (ঝুঁকে পড়েছে)।

এটি আবিষ্কার করার পর আমার উৎসাহ বাড়ল ঠিক, কিন্তু অবাক হলাম ইসলামের অতীত ও বর্তমানের ফারাক দেখে। তাই আমার সামনে আসা সমস্যাটিকে আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। মানে, আমি নিজেকে ইসলামের ছায়াতলে কল্পনা করতে লাগলাম। এটি ছিল পুরোপুরি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সঠিক দিশা খুঁজে পেলাম। বুঝতে পারলাম, মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হলো, তারা আত্মিকভাবে ধীরে ধীরে ইসলামি শিক্ষার অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছে। ইসলামে সেখানে আছে ঠিক, কিন্তু সেটা যেন আত্মাহীন এক দেহের মতো। যে উপাদানটি একসময় পুরো মুসলিম উম্মাহকে শক্তি জুগিয়েছিল, আজ সেটাই তার দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোড়ার দিক থেকেই ইসলামি সমাজব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তি ছিল দ্বীন। আর এই ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার কারণেই আজকে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক কাঠামো দুর্বল হয়ে গিয়েছে। হয়তো এর জন্যেই ইসলামি সংস্কৃতি দিনে দিনে ম্লান হয়ে যাবে।

আমি যতই ইসলামি শিক্ষার বাস্তবতা ও এর প্রায়োগিক দিকটা অনুধাবন করতে পারছিলাম, ততই আমার মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠছিল—কেন মুসলিমরা তাদের জীবনে দ্বীনের পরিপূর্ণ চর্চা ছেড়ে দিয়েছে।

লিবিয়ান মরুভূমি ও পামিরস অঞ্চল, বসফরাস ও আরব সাগরের মাঝে অবস্থিত দেশসমূহের বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করি। এটি আমার জন্যে রীতিমতো অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামি দুনিয়ার অন্যসব বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় সম্পর্কে আমার আগ্রহকে ছাপিয়ে যায়। আমার জিজ্ঞাসাবাদ ধীরে ধীরে এতটাই জোরালো হয়ে দাঁড়ায় যে, মনে হচ্ছিল—একজন অমুসলিম হয়েও মুসলিমদের অবহেলা ও উদাসীনতা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে আমি তাদের সাথে কথা বলছিলাম।

আমার এই অগ্রগতি নিজের কাছেই অনেকটা আড়াল থেকে যায়। ১৯২৫ সালের শরৎকালে আফগানিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলের এক যুবক গভর্নর আমাকে বলেন : "তুমি তো মুসলিম। কিন্তু তুমি নিজেই তা জানো না।" তার কথায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম এবং নিশ্চুপ থাকলাম। কিন্তু

১৯২৬ সালে পুনরায় ইউরোপে ফেরার পর বুঝতে পারলাম—আমার মনোভাবের একমাত্র যৌক্তিক ফলাফল হলো ইসলাম কবুল করা। এটাই হলো আমার ইসলাম গ্রহণের উপাখ্যান। সে-সময় থেকেই আমি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে আসছি, "কেন তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে? কোন জিনিসটি বিশেষভাবে তোমাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল?"

এটা স্বীকার করতেই হবে, এই প্রশ্নের জুতসই কোনো উত্তর আমার কাছে নেই। আসলে বিশেষ কোনো শিক্ষা আমাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেনি। বরং ইসলামের আকর্ষণীয় ও বর্ণনাতীত সুসঙ্গত নৈতিক শিক্ষা এবং বাস্তবসম্মত জীবনাচার আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আমি এখনো বলতে পারব না, এর মধ্যে কোন জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে।

ইসলামকে আমার কাছে নিখুঁত স্থাপত্যকলার মতো মনে হয়। এর প্রত্যেকটি অংশ এতটাই সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পিত যে, একটি অন্যটির পরিপূরক ও অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। এখানে কোনো বাড়াবাড়ি নেই, আবার ছাড়াছাড়িও নেই। এর ফলে এটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থির জীবনব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে। ইসলামের প্রত্যেকটি শিক্ষা ও মৌলিক নীতি 'যথাযথ অবস্থানে রয়েছে'—খুব সম্ভবত এই অনুভূতিই আমার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। এর সাথে আরও কিছু প্রভাব হয়তো দায়ী ছিল, যা এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করা কঠিন। সর্বোপরি এর সাথে ভালোবাসার ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। আর ভালোবাসা তো নানাভাবেই জন্মাতে পারে। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও একাকীত্ব থেকে, উচ্চাশা ও অক্ষমতা থেকে, দৃঢ়তা ও দুর্বলতা থেকে ভালোবাসার জন্ম হয়। আমার ক্ষেত্রে হয়তো এমনটাই ঘটেছিল। ইসলাম আমার কাছে এসেছিল ডাকাতের বেশে, যে কিনা রাতের বেলায় মানুষের ঘরে ঢুকে। কিন্তু ডাকুর মতো (ধন-সম্পদ লুট না করে) লুটে নিয়ে যায় অন্তর।[১]

তখন থেকেই আমি আমার সাধ্যের সর্বোচ্চটা দিয়ে ইসলামকে বোঝার

[১] শাব্দিক অনুবাদ হবে : "যে কিনা রাতের বেলায় মানুষের ঘরে ঢুকে। কিন্তু ডাকাতের মতো আচরণ না করে, চিরকাল থেকে যাওয়ার জন্যে আসে।"